দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

00 021

শিক্ষাঙ্গন

গৃহ শিক্ষক

গৃহ শিক্ষক শব্দটি সর্বজন শ্রুত। কিন্তু সর্বজন স্বীকৃত নয়। সঙ্গত কারণেই অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়ের অভিভাবকদের কাছে গৃহ শিক্ষক শব্দটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণোন্মুখ শব্দ। গৃহ শিক্ষকদের অভাবনীয় চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেক অভিভাবকেই হিমশিম খেতে হয়।

আর যে পরিবারে পাঁচ/ছয়টি সন্তান এখনও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্তর পার হতে পারেনি তাদের শোচনীয় দুর্দশার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রতি আমাদের যথেচ্ছ অনীহা, যথাযথ পুস্তক সরবরাহের অভাব, সর্বপ্রকার বিদ্যালয়ের শোচনীয় দুর্দশা, যাতায়াত সমস্যার শিক্ষক সংকটের মত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ভারে আমাদের শিক্ষা তোরণটি এমনিতেই কাত হয়ে আছে। তদুপরি তার সাথে যোগ হয়েছে "গৃহ শিক্ষক" সমস্যার মত জটিলতম সমস্যা। শিক্ষকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ছাত্রদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ থাকলে এ সমস্যার সমাধান অবশ্যই আছে।

আজকাল অনেক অভিভাবকের মুখে একটা গুরুতর অভিযোগ শোনা যায় যে, ক্লাসে শিক্ষকেরা ছাত্রদের পড়া বুঝিয়ে দেন না। বর্তমান পাঠ্য পুস্তকে (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) সর্বাপেক্ষা জটিল বিষয়টি হচ্ছে সাধারণ বিজ্ঞান। নাম সাধারণ বিজ্ঞান হলেও বস্তুত এই বয়সী ছাত্র-ছাদ্‌তরীদের জন্য বিজ্ঞান বইটি অসাধারণ। অন্ততঃ আমাদের স্কুলগুলোতে যেভাবে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ীতে বসে কিছুই পড়তে পারে না। ষষ্ঠ/সপ্তাম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞানে "এসো নিজে করি" ছাড়া কোন প্রশ্নর উত্ততর করাই সম্ভব নয়।

অথচ খুব কম ক্ষেত্রেই "এসো নিজে করি" —পরীক্ষায় প্রয়োক্ত সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে একচেটিয়া শিক্ষকদের দোষ দেয়াটা সঙ্গত নয়। কেননা, আমাদের দেশের অধিকাংশ ল্যাবরেটরীর অবস্থা অত্যন্ত করুণ। বিজ্ঞানের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম নেই বললেই চলে। ফলে ছাত্ররা হাতে-কলামে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। উপরন্তু বাজারে প্রাপ্ত তৃতীয়মানের অর্থবই মুখস্থ করে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান অন্তঃসারশূন্য হচ্ছে। পক্ষান্তরে এই ছাত্র-ছাত্রীরা কখন এসব শ্রেণীতে উঠে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়, তখন পদার্থ বিজ্ঞান এবং রবসায়নের জটিল বিষয়গুলো বুঝতে তাদের হিমশিম খেতে হয়। আর আমাদের আধিকাংশ অভিভাবকই চান যে তাদের সন্তানরা বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করুক। এজন্য বেছে নিতে হয় নামকরা শিক্ষকের সহায়তা।

বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী দারিদ্রতার কারণে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও অনেক ছাত্রকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পার হয়ে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। পরবর্তীতে তারা বেকারত্বের নিদারুণ বোঝা কাঁধে নিয়ে পরনির্ভরশীল জীবন-যাপন করে। অনেককে অবসরপ্রাপ্ত পিতা ও ছোট ছোট ভাইবোনের অনাহারক্লিষ্ট মুখ এবং অসহ্য পরিবেশ থেকে মুক্তির আশায় নাম লিখাতে বাধ্য হয় অপরাধের খাতায়। গৃহ শিক্ষক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে নিম্নের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

(১) ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, মন, কৌতূহল এবং জ্ঞান অনুযায়ী তাদেরকে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিভাগ বেছে নিতে দিতে হবে। এতে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহ সহকারে পড়াশোনা করবে এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

(২) পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৩) ক্লাসের পড়া ক্লাসে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) অভিভাবকগণ ছাত্রদের সাহায্য করবেন।

(৫) বিজ্ঞান বিষয়ে আনুষঙ্গিক বই-পত্র বিদ্যালয়ে পড়াবার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৬) লাইব্রেরী ক্লাসে যথাসম্ভব বিজ্ঞান বিষয়ক বই ছাত্রদের পড়তে দিতে হবে।

(৭) ছাত্রদের কৌতূহলী মনের সকল বিষয়ের প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শিক্ষককে দিতে হবে।

(৮) বিজ্ঞান বিষয়ের ক্লাসগুলো দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৯) প্রয়োজনে ছাত্রদের বিদ্যালয়ের বাইরে নিয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হবে।

(১০) প্রয়োজনীয় বাড়ীর কাজ দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সেগুলো আদায় করে নেয়ার ব্যাপারে শিক্ষকগণকে সচেষ্ট হতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। অনেক অভিভাবক আছেন যারা শুধু গৃহ শিক্ষকের উপর নির্ভর করে নিজেরা উদাসীন থাকেন। এটা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় অন্তরায় সৃষ্টি করে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমন্বয়ে সপ্তাহে একদিন বিদ্যালয় মিলনায়তনে আলোচনা হওয়া উচিত। এতে মতামত বিনিময় হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক সমস্যা দূরীভূত হবে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সহজ হলে ছাত্ররা শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করতে ভয় পাবে না। পাশ্চাত্যের প্রায় প্রতিটি দেশেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

শিক্ষকদের উপদেশ ছাত্রদের গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে হবে। পক্ষান্তরে ছাত্রদের সমস্যাগুলোও শিক্ষকদের শুনতে হবে ধৈর্য সহকারে। এতে করে গৃহ শিক্ষকের জটিলতম সমস্যার সমাধানের পথ সহজ হবে।

—ফারহানা ইসলাম (জয়া)